112090 - লনেদনরে চুক্তসিমূহে জরমনিার শর্ত করা কখন সঠকি; আর কখন অসঠকি?

প্রশ্ন

আমার একটি আমদানি ও রপ্তানকিারক কোম্পানি আছে। আমি বদিশে থকেে পণ্য আমদানি করে দশেরে স্থানীয় ব্যবসায়ীদরে কাছে বক্রিি করি। জরমিানা চুক্তরি হুকুম কী? যে চুক্তরি মাধ্যমে ক্রতো পণ্যরে মূল্য পরশিোধে বলিম্ব করলে তাকে ক্ষতপিূরণ প্রদানে বাধ্য করা হয় এবং কছিু কছিু ক্ষত্রেে কাঙ্ক্ষতি লাভরে ক্ষতপিূরণও? যদি আমার সাথে এমন জরমিানার চুক্তি সম্পন্ন হয় সক্ষেত্রেে আমার জন্যে কি ক্রতোদরে উপর এই শর্তারোপ করা বধৈ হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

লনেদনেরে চুক্তগিুলোতে জরমিানার শর্ত করা বধৈ; তবে এমন লনেদনেগুলোতে নয় যগেুলোর মূল আর্থকি দায় বাকীতে (নগদে নয়)। এ কারণে কউে যদি (বাকীতে) কস্তিতিে কোনো পণ্য খরদি করে, সে যদি কস্তিি পরশিোধে দরেী করে তাহলে তার উপর মূল্যরে অতরিক্তি কছিু পরশিোধরে শর্ত করা জায়যে নইে। কারণ এই বৃদ্ধটিা হবে ঋণরে উপর বৃদ্ধি, যা স্পষ্ট সুদ। পক্ষান্তরে, যে লনেদনেগুলো 'বাকী'-তে নয় সগেুলোর ক্ষত্রেে বাস্তবে ঘটতি ক্ষতরি ক্ষতপিূরণ হসিবেে জরমিানার শর্ত করা জায়যে আছে। জরমিানার শর্তরে প্রসঙ্গে ইসলামী ফকিহ একাডমেরি সদ্ধিান্তে উল্লখে করা হয়ছে:

"এক: আইনরে ভাষায় 'জরমিানার শর্ত' হলো: লনেদনেকারী পক্ষদ্বয়রে কোনো এক পক্ষ তার করণীয় বাস্তবায়ন না করলে কংিবা বাস্তবায়নে বলিম্ব করলে এর ফলে অপর পক্ষরে যে ক্ষতি হবে সটোর বনিমিয়রে ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হওয়া।

দুই: কাউন্সলি 'বাইয়ে সালাম' (সালাম ক্রয়-বক্রিয়) সংক্রান্ত পূর্ববর্তী ৮৫ (৯/২) নম্বর সদ্ধিান্তে উল্লখেতি 'জরমিানার শর্ত'(penalty clause)-এর ব্যাপারে আগরে সদ্ধিান্তসমূহ পুনর্ব্যক্ত করছে। যার মূল পাঠ হলো: "মুসলাম ফহিি বা পণ্য হস্তান্তরে বলিম্বরে কারণে 'সালাম' চুক্ততিে কোনো জরমিানার শর্ত আরোপ করা বধৈ নয়। কারণ এটি একটি ঋণ। আর ঋণ পরশিোধে বলিম্বরে কারণে অতরিক্তি অর্থ শর্ত করা শরয়িতে বধৈ নয়।

এবং 'ইস্তসিনা' (পণ্য তরৈরি অর্ডার) চুক্তি সংক্রান্ত তার ৬৫ (৩/৭) নম্বর সদ্ধিান্তটি পুনর্ব্যক্ত করছে। যার মূল পাঠ হলো: "চুক্তবিদ্ধ পক্ষদ্বয়রে পারস্পরকি সম্মতরি ভত্তিতিে 'ইস্তসিনা' চুক্ততিে জরমিানার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা বধৈ, যদি না সখোনে কোনো অনবিার্য পরস্থিতি বা নয়িন্ত্রণবহর্ভিূত বাধা বদ্যিমান থাকে।

এবং ‘বাই বতি-তাকসতি’ (কস্তিতিে ক্রয়-বক্রিয়) সংক্রান্ত মজলসিরে ৫১ (৬/২) নম্বর সদ্ধিান্তটি পুনর্ব্যক্ত করছ। যার মূল পাঠ হলো: “যদি ক্রতো (ঋণগ্রহীতা) নর্ধিারতি সময়রে পর কস্তিি পরশিোধে বলিম্ব কর, তবে পূর্বশর্ত অনুযায়ী হোক কংিবা কোনো শর্ত ছাড়া হোক প্রাপ্য ঋণরে ওপর অতরিক্তি কোনো কছিু (জরমিানা) প্রদানে তাকে বাধ্য করা বধৈ নয়। কারণ তা নশ্চিতিভাবইে হারাম ‘সুদ’।

তনি: জরমিানার শর্ত মূল চুক্তরি সমসাময়কি হওয়া বধৈ। অনুরূপভাবে পরবর্তী একটি চুক্তরি মাধ্যমে কন্তিু ক্ষতি সংঘটনরে আগে হওয়াও বধৈ।

চার: সব ধরনরে লনেদনেরে চুক্ততিে জরমিানার শর্ত করা বধৈ; তবে এমন লনেদনেগুলো ছাড়া যগেুলোর আর্থকি দায় বাকীতে (নগদে নয়)। কারণ এটা সুস্পষ্ট সুদ।

এর উপর ভত্তিি করে বলা যায়, ঠকিাদাররি চুক্ততিে ঠকিাদাররে জন্য এমন শর্ত করা জায়যে। আমদানরি চুক্ততিে আমদানকিারকরে জন্য এমন শর্ত করা জায়যে এবং ‘ইস্তসিনা’ (পণ্য তরৈরি অর্ডার) চুক্ততিে প্রস্তুতকারক বা বক্রিতোর জন্য এমন শর্ত করা জায়যে; যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে কংিবা বাস্তবায়নে বলিম্ব কর।

আর যা জায়যে নয় তাহলো: উদাহরণস্বরূপ কস্তিতিে বক্রিয়রে ক্ষত্রেে দনোদার ব্যক্তি অবশষ্টি কস্তিি পরশিোধে বলিম্ব করার কারণে এ ধরনরে জরমিানার শর্ত করা। বলিম্বরে কারণ হোক সটো আর্থকি সংকট কংিবা পরশিোধে গড়মিসরি। অনুরূপভাবে ‘ইস্তসিনা’ (পণ্য তরৈরি অর্ডার) চুক্ততিে অর্ডারকারী বা ক্রতোর জন্য এমন শর্ত করা জায়যে নইে, যদি ক্রতো তার উপর যা আবশ্যক সটো পরশিোধে বলিম্ব কর।

পাঁচ: যে ক্ষতরি ক্ষতপিূরণ দয়ো বধৈ সে ক্ষতরি মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হব: আর্থকি প্রকৃত ক্ষতি, ক্ষতগ্রিস্ত ব্যক্তরি প্রকৃত যে ক্ষতি হয়ছে এবং যে সুনশ্চিতি লাভ তার হাতছাড়া হয়ছে। আর অবস্তুগত ক্ষতি বা শাস্তমিূলক ক্ষতি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ছয়: জরমিানার শর্ত বাস্তবায়ন করা যাবে না যদি প্রমাণতি হয় য, যার বরিুদ্ধে এই শর্ত করা হয়ছে চুক্ততিি তার অনচ্ছিায় কোনো কারণে লঙ্ঘতি হয়ছে কংিবা প্রমাণতি হয় য, এই চুক্তি লঙ্ঘনরে ফলে যার পক্ষে শর্ত করা হয়ছেলি তার কোনো ক্ষতি হয়নি।

সাত: উভয়পক্ষরে য কোনো এক পক্ষরে দাবরি প্রক্ষেতিে আদালত ক্ষতপিূরণরে পরমিাণ বদলে দতিে পার, যদি এর যৌক্তকি কোনো কারণ পাওয়া যায় কংিবা ক্ষতপিূরণরে পরমিাণ মাত্রাতরিক্তি হয়ে থাক। [ইসলামী ফকিহ একাডমেরি সদ্ধিান্তসমূহ থকেে সমাপ্ত (পৃ. ৩৭১), কাতাররে ওয়াক্বফ মন্ত্রণালয়রে ছাপা]

অনুরূপ বক্তব্য দয়িছেে সৌদি আরবরে উচ্চ উলামা পরষিদ। কারণ আল-বুহুসুল ইসলামিয়্যিার ম্যাগাজনিে (২/১৪৩) জরমিানার

শর্ত সংক্রান্ত গবষেণাপত্রগুলো পর্যালোচনা করার পর উল্লখে করা হয়ছে:

এই পরষিদ সর্বসম্মত সদ্ধিান্ত হলো: আর্থকি লনেদনেরে চুক্ততিে জরমিানার যে শর্ত করা হয়, সটো ধর্তব্য ও সঠকি এবং এটা মনেে চলা ওয়াজবি; যদি না এমন কোনো ওজর থাকে যটোর কারণে শরীয়ত কর্তৃক আবশ্যককৃত শর্ত না মানার সুযোগ আছ। সক্ষেত্রে ওজর দূর না হওয়া পর্যন্ত আবশ্যকতা মওকূফ থাকব। আর যদি প্রচলতি প্রথার ববিচেনায় জরমিানার পরমিাণ এত বশেি হয় য, সটেি দ্বারা আর্থকি হুমকি দয়োই উদ্দশ্যে এবং শরয়ী মূলনীতি যমেনটা দাবি করে তার চয়েে দূরবর্তী হয়; তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া লাভ ও ঘটতি ক্ষতি ববিচেনা করে ন্যায় ও ইনসাফরে ভত্তিতিে ক্ষতপিূরণ পুনঃ নর্িধারণ করতে হব। এ নয়িে মতভদে হলে বজ্ঞি ও অভজ্ঞি ব্যক্তদিরে মাধ্যমে নর্িধারণ করানোর জন্য শরয়ী বচিারকরে শরণাপন্ন হতে হব। এটি আল্লাহ তাআলার নম্নিোক্ত বাণীর বাস্তবায়ন: “তোমরা যখন মানুষরে মাঝে বচিারকার্য পরচিালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বচিার করব।” এবং তাঁর বাণী: “কোনো সম্প্রদায়রে প্রতি শত্রুতা যনে তোমাদরেকে সুবচিার বর্জনে প্ররোচতি না কর। তোমরা সুবচিার করব, এটা তাকওয়ার বশেি নকিটবর্তী।” আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “ক্ষতি করা নইে, ক্ষতরি বপিরীতওে ক্ষতি করা নইে।” আল্লাহই তৌফকি দান করনে। দরূদ ও সালাম মুহাম্মাদ, তার পরবিার ও সাহাবীদরে উপর। [সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনা থকেে স্পষ্ট হলো য, আপনাদরে উপর ক্রতো জরমিানার শর্ত দতিে পারব, যদি আপনারা চুক্তি মোতাবকে নর্িধারতি সময়রে ভতের পণ্য হস্তান্তরে বলিম্ব করনে। তবে পণ্যরে মূল্য পরশিোধে সে বলিম্ব করলে আপনারা এমন শর্তারোপ করতে পারবনে না। যে কোম্পানি আপনাদরে কাছে রপ্তানি করে তাদরে উপরও আপনারা জরমিানার শর্তারোপ করতে পারবনে, যদি আপনাদরে মাঝে সম্পাদতি চুক্তরি ব্যতক্রিম কছিু ঘটে যায়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।